বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীবার্তা

ত্রয়োবিংশ বর্ষ (দ্বিতীয় সংখ্যা)
জুলাই ২০১২

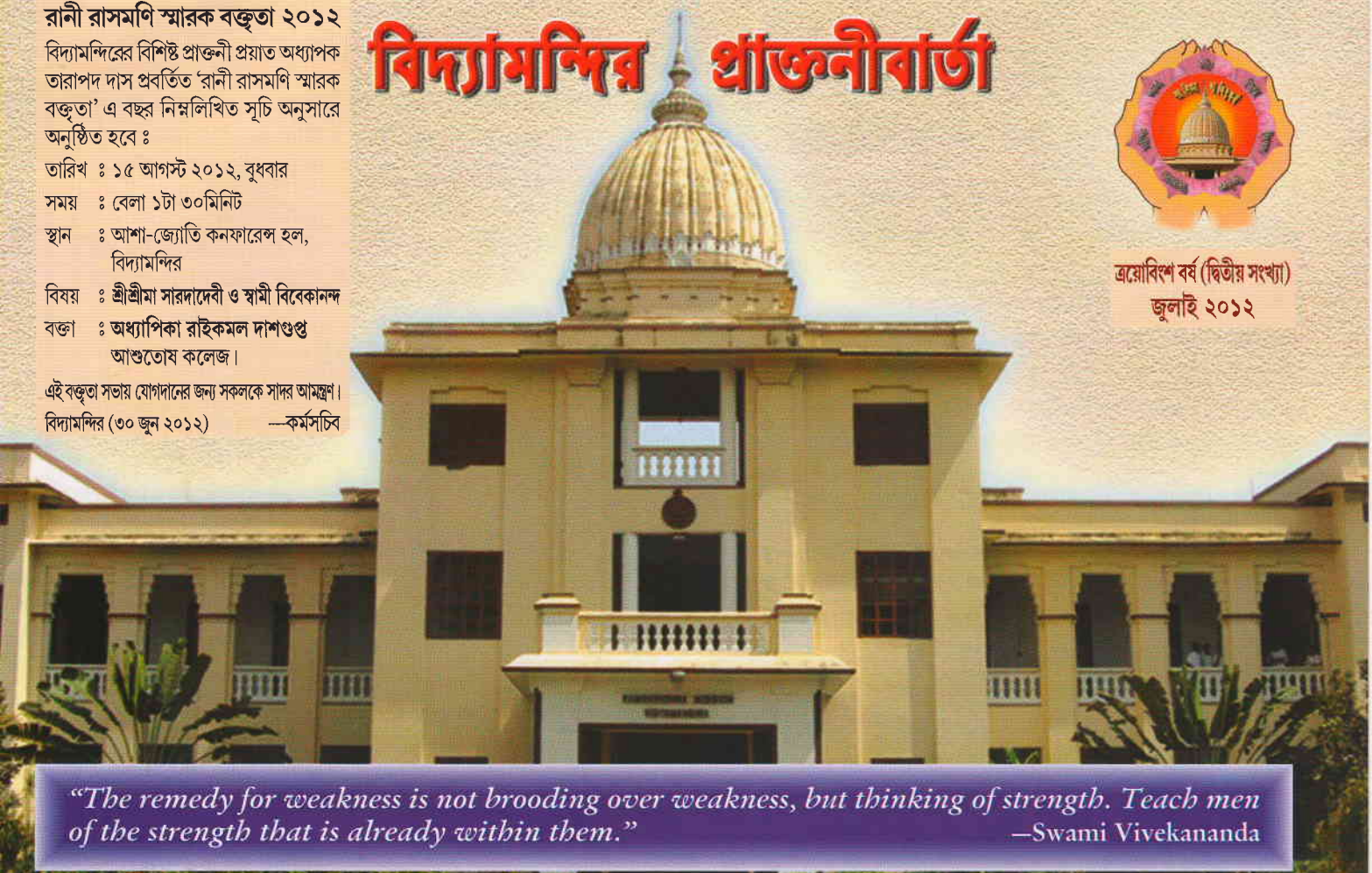

রানী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা ২০১২

বিদ্যামন্দিরের বিশিষ্ট প্রাক্তনী প্রয়াত অধ্যাপক তারাপদ দাস প্রবর্তিত 'রানী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা' এ বছর নিম্নলিখিত সূচি অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে ঃ

তারিখ ঃ ১৫ আগস্ট ২০১২, বুধবার
সময় ঃ বেলা ১টা ৩০মিনিট
স্থান ঃ আশা-জ্যোতি কনফারেন্স হল, বিদ্যামন্দির
বিষয় ঃ **শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ**
বক্তা ঃ **অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত** আশুতোষ কলেজ।

এই বক্তৃতা সভায় যোগদানের জন্য সকলকে সাদর আমন্ত্রণ।

বিদ্যামন্দির (৩০ জুন ২০১২) —কর্মসচিব

"The remedy for weakness is not brooding over weakness, but thinking of strength. Teach men of the strength that is already within them."
—Swami Vivekananda

২০১১-২০১২ বর্ষের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় সতীর্থ,

প্রাক্তনী সংসদের ২০১১-১২ বর্ষের বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে ঃ

তারিখ : ১৫ আগস্ট ২০১২, বুধবার ; সময় : বিকেল ৩-১৫ মিনিট ; স্থান : আশা-জ্যোতি কনফারেন্স হল, বিদ্যামন্দির।

আলোচ্য বিষয়সূচি ঃ

১। গত ১৫.৮.২০১১-য় অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ; ২। কর্মসচিবের বার্ষিক প্রতিবেদন : ২০১১-১২ বর্ষ ; ৩। ২০১১-১২ বর্ষের অডিট রিপোর্ট ; ৪। ২০১২-১৩ বর্ষের জন্য অডিটর নিয়োগ ; ৫। ২০১২-১৫ সময়ের জন্য কর্মসমিতির সদস্য নির্বাচন ; ৬। বিবিধ (সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে)। (কর্ম সমিতির সদস্য নির্বাচনের জন্য ছাপানো মনোনয়নপত্র এর সঙ্গে পাঠানো হল)

এই সভায় যোগদানের জন্য সকল সদস্যকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

বিদ্যামন্দির, ৩০ জুন ২০১২ —কর্মসচিব

বিঃদ্রঃ—এই সভার দিনে বিদ্যামন্দিরে মধ্যাহ্ন ভোজনে যাঁরা ইচ্ছুক, তাঁরা ১৩ আগস্টের মধ্যে কর্মসচিবকে টেলিফোনের (৯৮৩১৪৬৪৬৬০) মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন, এই অনুরোধ।

সম্পাদকীয়

যুগ-প্রয়োজন মেটাবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর যাঁদের সঙ্গে করে এনেছিলেন, তাঁদের পুরোধা ছিলেন সপ্তর্ষি মণ্ডলের অন্যতম ঋষি নরেন্দ্রনাথ দত্ত—ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগ দেবার আগে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে স্বামীজী প্রত্যক্ষভাবে দেশকে চিনলেন এবং লাভ করলেন মূল্যবান অভিজ্ঞতা। এ সময় কখনও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, কখনও রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, কখনও গাছতলায়, আবার কখনও বা রাজপ্রাসাদে অবস্থান করে তিনি আবিষ্কার করলেন প্রকৃত ভারতবর্ষকে। এসময় তাঁর কখনও বা আহার জুটেছে, কখনও থাকতে হয়েছে অনাহারে। বিদেশে থাকাকালেও তাঁর ভোগান্তি কম হয়নি। যাই হোক শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে ভারতবর্ষের জয়পতাকা উড়িয়ে দেশে ফিরে তিনি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতবাসীকে 'অভীঃ' মন্ত্রে জাগ্রত করতে অগ্রসর হলেন। বহু যুবক তাঁর স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে উদ্দীপিত হল।

অবতারশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট থেকে সূত্রাকারে মূলত তিনটি ভাব তিনি পেয়েছিলেন। প্রথমত ধর্মসমন্বয়ের ভাব—যত মত তত পথ। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে এই সেদিন পর্যন্ত (বর্তমানে একটু কম) ধর্মকে কেন্দ্র করে কত রক্তক্ষরণ হয়েছে, কত প্রাণবলি ঘটেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বহু প্রাচীনকালের কথা নতুন করে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করলেন। বললেন, সব ধর্মের উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক, কেবল পথ ভিন্ন।

(শেষাংশ পরে পাতায়)

স্বামীজী সেটাকেই আরও একটু বিস্তৃত করে বললেন, "আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্যই করি না, সব ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি।" আরও বললেন, আমাদের পথ "বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।" বিশ্বশান্তি বজায় রাখার পক্ষেও এটি সর্বোত্তম মহৌষধ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বিতীয় অবদান হল মাতৃশক্তির উদ্বোধন। সেইজন্যই তাঁর নারী-গুরু গ্রহণ, নারীভাব সাধন এবং নিজ সহধর্মিণীকে ষোড়শীপূজা করে মাতৃভাবের উদ্বোধন। নারীজাতির জাগরণের জন্য স্বামীজী নারী শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন, কারণ তাঁর মতে মায়েরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে তবে তো তাদের ছেলেমেয়েরা কালক্রমে যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে এবং দেশের সামগ্রিক উন্নতি ঘটবে। আকাশে ওড়ার জন্য পাখির যেমন দুটি ডানার দরকার হয়, তেমনই সমাজ তথা দেশের অগ্রগতির জন্য পুরুষদের সাথে নারী জাতিরও সামগ্রিক উন্নতি অবশ্যই দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তৃতীয় ভাব সেবাধর্ম—শিবজ্ঞানে জীবসেবা। শ্রীভগবানের পূজার এ এক নতুন পদ্ধতি। এটিকেই স্বামীজী একটু বিস্তৃত করে বললেন : "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

সাধারণত যখন মূর্তি পূজা করা হয়, পূজার সময় সেই মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়; কিন্তু যে মূর্তি সচল, যাতে প্রাণ ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, তার কেন সেবা-পূজা করা যাবে না? ভাবটি এরকম হওয়া চাই—যার সেবা করা হচ্ছে, সে মানুষ নয়; মানুষের শরীরে সাক্ষাৎ নারায়ণ সেবা গ্রহণ করছেন, পূজা গ্রহণ করছেন। এই ভাবটা যদি রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসকের, ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের, সাধারণ পরিষেবাপ্রার্থীর ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীর, সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রে তাদের পিতামাতার এবং এই বৃত্তের বাইরে যারা থাকলেন তাঁদের প্রতি অন্যদের একইভাব থাকে, তাহলেই তো সমাজ তথা দেশ নন্দনকানন হয়ে উঠতে পারে অচিরেই।

মহাসমাধিলাভের আগে ছোট্ট একটি কাগজে শ্রীশ্রীঠাকুর লিখেছিলেন, 'নরেন শিক্ষে দিবে যখন ঘুরে (ঘরে) বাহিরে হাঁক দিবে।' এ ছিল নরেন সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভবিষ্যৎবাণী বা তাঁর নির্দেশ। বাইরে (বিদেশে) যাবার আগে স্বামীজী 'হাঁক' দিতে শুরু করেছিলেন ঘরেই (স্বদেশেই)। কিন্তু মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের হাতে গোনা কিছু মানুষ ছাড়া খুব কম মানুষই তাঁকে চিনতে বা বুঝতে পেরেছিল। এই 'হাঁক' দেবার কাজ তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করলেন বিধাতা-নির্দিষ্ট শিকাগো ধর্মমহাসভায় ১৮৯৩ সালে। বিশ্বের দরবারে তিনি তাঁর জন্মভূমি ভারতকে বসালেন এক নতুন মর্যাদার আসনে। 'হাঁক' দিয়ে বললেন, পাশ্চাত্যের নিকট থেকে ভারতের যেমন কিছু নেবার আছে, তেমনই পাশ্চাত্যকে ভারতের কিছু দেবারও আছে এবং তা হল ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যা যা সকল বিদ্যার চাইতে শ্রেষ্ঠ। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে স্বামীজী যে 'হাঁক' দেওয়া শুরু করেছিলেন ১৮৯৩ সালে, সেই 'হাঁক' দেবার কাজ এখনও চলছে তাঁর লোকান্তরিত হবার একশ' বছর পরেও—বরং আরও দ্রুততালে এবং উচ্চ নাদে। মহামানব এই ভারতসন্তানের আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষে তাঁর প্রতি জানাই আমাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

সেই পবিত্রলগ্নের প্রাক্-বৎসরে বিগত দুই দশকের ধারাপথে প্রকাশিত হল প্রাক্তনীবার্তার ত্রয়োবিংশ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা। আশা করি পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলির মত এটিও সতীর্থদের কাছে আদৃত হবে।

—নিত্যনিরঞ্জন কুন্ডু, প্রধান সম্পাদক

আনন্দ সংবাদ

☆ এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে বিদ্যামন্দির পরিবারের অন্যতম প্রাক্তন সদস্য এবং প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী প্রভানন্দজী (বরুণ মহারাজ) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। গত বৈশাখী পূর্ণিমায় (৬ মে, ২০১২) তিনি সহাধ্যক্ষের কর্মভার গ্রহণ করেছেন। সহাধ্যক্ষের কর্মভার গ্রহণের পূর্বে মহারাজ রামকৃষ্ণ সংঘের সাধারণ সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব বহন করেছেন। মহারাজকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

☆ আরও একটি আনন্দের সংবাদ যে বিদ্যামন্দিরের অন্যতম প্রাক্তনী (১৯৫৪-৫৬) শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী (সনাতন মহারাজ) গত বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে (৬ মে, ২০১২) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদকের কর্মভার গ্রহণ করলেন। বিদ্যামন্দিরের কোন প্রাক্তনী এই প্রথম এই পদে বৃত হলেন। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে মহারাজ রামকৃষ্ণ সংঘের অন্যতম সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। মহারাজকেও জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

—নিত্যনিরঞ্জন কুন্ডু

শোক সংবাদ

প্রয়াত করুণাময় নন্দী

১৯৫৪-৫৬ শিক্ষাবর্ষের প্রাক্তনী করুণাময় নন্দী বিগত ৮-১-১২ তারিখে প্রয়াত হয়েছেন। নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন করুণাময়দা। সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিদ্যামন্দিরে যাতায়াত ছিল উৎসব অনুষ্ঠানে। তাঁর লোকান্তরিত হবার সংবাদে আমরা শোকাহত।

চলে গেলেন সমীর সেনগুপ্ত

জন্ম ১৯৪০-এ। ২০০০-এ কর্মজীবন থেকে অবসর। সে সময় 'প্রাক্তনী বার্তা'তেই একটি বিশেষ রচনায় লিখেছিলেন তিনি, "....আমার বয়স ষাট পেরল। যদি আশি বছরও বাঁচি—তাহলেও জীবনের তিন-চতুর্থাংশ এর মধ্যেই ব্যয়িত হয়ে গেছে বিচিত্র সব অকাজে। বাকি আর যেটুকু সময় বরাদ্দ আছে আমার, সেটুকু আমার নিজের মত করে বাঁচতে চাই।" সে ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হ'ল না। গত ২৩-১২-১১ তারিখে ৭২ বছর বয়সেই চলে গেলেন বিদ্যামন্দিরের ৫৪-৫৬-এর প্রাক্তনী—বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী সমীর সেনগুপ্ত।

নানা জীবিকায় টাকা-আনা-পাই-এর পৃথিবীতে অনেকটাই অপরিতৃপ্ত ছিলেন কর্মজীবনে। রক্তে ছিল সাহিত্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেব বসু এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নিবিড় সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন সমকালীন কবিসাহিত্যিকদের অনেককেই। বিশেষ বন্ধু ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে 'অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়', 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পদ্যসমগ্র', 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এলিজি সংগ্রহ' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। 'সমকাল ও রবীন্দ্রনাথ', 'বুদ্ধদেব বসুর জীবন'—ইত্যাদি মৌলিক রচনাও তাঁকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। বেশ কিছু বই লিখেছেন ছোটদের জন্য। বাংলা সাহিত্যের উৎসাহী পাঠকরা তাঁকে ভুলবেন না। তাঁর প্রয়াণে আমরা শোকাহত।

—অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ

'পূর্ণের প্রাঙ্গণে' নচিকেতা ভরদ্বাজ

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের প্রথম সভাপতি এবং এই সংসদের অন্যতম পরিকল্পনাকার বিদ্যামন্দিরের প্রথম শিক্ষাবর্ষের প্রাক্তনী নচিকেতা ভরদ্বাজ—আমাদের পরম প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নচিকেতাদা আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১১.৪০ মিনিটে বোম্বাইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। স্ত্রী এবং দুই পুত্র পূষণ ও উদ্দালক (দুজনেই বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনী) ছাড়াও রেখে গেছেন অনেক গুণমুগ্ধকে।

অনেক দিন ধরেই তাঁর শরীর বেশ খারাপ যাচ্ছিল। বস্তুত এরকম সংবাদ পেয়েই কিছুকাল আগে অধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরূপানন্দ সহ প্রাক্তনী সংসদের কয়েকজন প্রতিনিধি তাঁর 'জুবিলী পার্ক'-এর বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা এবং কিছুটা মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল খুশীর ঝলক। এবারের পুনর্মিলন উৎসবের আগে অনেক চেষ্টা করেও আমরা যোগাযোগ করে উঠতে পারি নি তাঁর সঙ্গে। জানা গেল বেশ কিছুদিন তিনি তাঁর চিকিৎসক-পুত্র পূষণ-এর তত্ত্বাবধানে বোম্বাইতে বসবাস করছিলেন। শরীরযন্ত্রে নানাবিধ ত্রুটি ধরা পড়ে—শেষ পর্যন্ত জীর্ণ শরীরের খোলস ত্যাগ করে তাঁর আত্মা খুঁজে নেয় 'পূর্ণের প্রাঙ্গণ'।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দে বরিশালের বানারিপাড়ায় তাঁর জন্ম। বিদ্যামন্দির থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। তেজসানন্দজীর অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের এম. এ.। তারপর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করে বেছে নেন গ্রন্থাগারিকের পেশা। কলকাতাস্থ জাতীয় গ্রন্থাগারের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ এবং পরবর্তীকালে প্রধান পাঠকক্ষের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। নেশায় তিনি ছিলেন কবি, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক এবং গবেষক। প্রায় পাঁচ হাজার কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত। জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে অবসর গ্রহণের পর গোলপার্কস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব কালচারের গবেষণা বিভাগে গবেষণা-সহায়ক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের প্রচারকার্যে তিনি নানাভাবে নিয়োজিত রেখেছিলেন নিজেকে।

মৌলিক কাব্যগ্রন্থ, অনুবাদকাব্য, প্রবন্ধ সংকলন ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা কুড়িরও বেশি। যীশুখ্রীষ্টকে নিয়ে লেখা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতার বঙ্গানুবাদ—'এক মৃত্যু অনন্ত জীবন' পাঠে অভিভূত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন—"তোমার মধ্যে নচিকেতা ও ভরদ্বাজ দুই-ই আছে— অভীপ্সু নচিকেতা আর মন্ত্রবক্তা ভরদ্বাজ।" তাঁর উপনিষদের কাব্যানুবাদ মুগ্ধ করেছে বিদগ্ধজনকে।

বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল আন্তরিক ও সুনিবিড়। নানা উৎসব অনুষ্ঠানে অনিবার্য ছিল তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। তাঁর লোকান্তরে আমরা ব্যথিত, শোকস্তব্ধ এবং অভিভাবকহীন। শ্রীরামকৃষ্ণলোকে তাঁর আত্মা চিরশান্তির আশ্রয় খুঁজে পাক—এই প্রার্থনা।

—অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ

প্রাক্তনী সংসদ সমাচার

"জগতে এই মানব দেহই শ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ সর্বপ্রকার জীবজন্তু হইতে, এমনকি দেবাদি হইতেও উচ্চতর। মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর আর কেহ নাই"—স্বামীজীর এই বাণী অনুসরণ করে আমরা বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনীরা যদি নিজের পরিবারের বাইরে সমাজের কল্যাণের জন্য সামান্যতম চিন্তা ও কাজ করি, তাহলে সামগ্রিকভাবে তার বিশেষ ফল পাওয়া যাবে। বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনী সংসদ সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে বিদ্যামন্দিরে ও বিদ্যামন্দিরের বাইরে সেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য প্রকল্প : বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতালের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রাক্তনী সংসদের স্বাস্থ্য প্রকল্পটি বেশ সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। জানুয়ারি, ২০১২-য় প্রকাশিত প্রাক্তনীবার্তার পর থেকে এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত মোট ১৪জন দুঃস্থ রোগীকে ৭,৪০০ টাকা সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এছাড়া বিদ্যামন্দিরের বর্তমান ৪জন ছাত্রকে মোট ১৩,২৬০ টাকা চিকিৎসার জন্য দেওয়া হয়েছে।

ছাত্রবৃত্তি প্রকল্প : এ বছর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ১৯৬৮-৭১ বর্ষের প্রাক্তনীরা সংসদের হাতে ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা তুলে দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত তাঁদের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ মোট ১৯ লক্ষ ৭২ হাজার ৫০৩ টাকা। এছাড়া ১৯৭৬-৭৯, ১৯৮৯-৯১, ২০০৫-০৮ ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্রদের ও আরও অন্যান্য প্রাক্তনীর অনুদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের সকলকে প্রাক্তনী সংসদের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্বামী তেজসানন্দ স্মারক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা : এই আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতাটি ১০ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১১টি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ বিজয়ী হয়। ১১টি দলের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে শংসাপত্র ও কিছু বই উপহার দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য দেবেন্দ্র দত্ত-শিবরানী দত্ত স্মৃতি পুরস্কারটি দিয়েছেন প্রাক্তনী অধ্যাপক গোপীনাথ দত্ত (১৯৬৪-৬৭) এবং রানার্স দলের জন্য 'বিক্রমজিৎ-নিলীমা বক্সী' স্মৃতি পুরস্কারটি দিয়েছেন প্রাক্তনী শ্রী জয়জিৎ বক্সী (১৯৫৫-৫৭)।

স্বামী তেজসানন্দ স্মারক পুরস্কার : এ বছর বিদ্যামন্দিরের তৃতীয় বর্ষের দুই ছাত্র শ্রীধর ব্যানার্জী (রসায়ন) ও শ্রীদেবাশিস দাস (সংস্কৃত)-কে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

বিবেকানন্দ সম্মেলন ও পুনর্মিলন উৎসব : এই দুই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দুইটি পৃথক প্রতিবেদনে দেওয়া হয়েছে।

আয়কর ছাড় : প্রাক্তনী সংসদের একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ হলো যে আয়কর দপ্তর এ বছর সংসদকে আয়কর ধারা 80 G(5)(VI)-তে আয়কর ছাড়যুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নবীকরণের পরিবর্তে 'Perpetuity'-এর শংসাপত্র দিয়েছেন।

মনোজ কুমার ভট্টাচার্য, কর্মসচিব

রজতজয়ন্তী পুনর্মিলন ২০১২ ঃ একটি প্রতিবেদন

পুনর্মিলন উৎসবে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সম্বর্ধনা

প্রাক্তনী সংসদ প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তী বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রথা ভেঙে এক বছর এগিয়ে এনে গত ৫ফেব্রুয়ারি, ২০১২ রবিবার বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল 'রজত জয়ন্তী স্মারক' পুনর্মিলন উৎসব। বিদ্যামন্দির ও প্রাক্তনী সংসদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মিলনোৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল ৭/৮ মাস আগে থেকেই। উৎসবের দিন যতই নিকটবর্তী হতে থাকে, ততই আয়োজনের তোড়জোড় বাড়তে থাকে। উৎসবের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষ, কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যবৃন্দ ও ছাত্রদের ব্যবস্থাপনা চূড়ান্ত ও নিখুঁত করার প্রচেষ্টা।

উৎসবের দিন সকাল থেকেই সুরমূর্ছনায় ভরে ওঠে বিদ্যামন্দির। প্রথম দিকে অল্পসংখ্যক হলেও প্রত্যাশামত ধীরে ধীরে প্রাক্তনী, অতিথি ও সন্ন্যাসীদের সমাগম হতে থাকে। সকাল ৭টায় শ্রীভবন প্রার্থনাকক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা আরম্ভ হয়। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ৮-৩০ মিনিটে কয়েকজন প্রাক্তনী, সন্ন্যাসী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন করেন সংসদ সভাপতি শ্রী বিশ্বনাথ দাস। সমবেত কণ্ঠে শান্তিমন্ত্র উচ্চারণের পর বিবেকানন্দ হলে প্রাতরাশ গ্রহণ শুরু হয়। ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারগুলিতে প্রাক্তনীদের ভীড় বাড়তে থাকে। সকাল ৯ টা ১৫ মিনিট নাগাদ প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে প্রদর্শনী ভলিবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সদ্য প্রাক্তন কয়েকজন খেলোয়াড়ের দক্ষতায় ও তুমুল সমর্থনের মধ্যে প্রাক্তন ছাত্রদের দল জয়লাভ করে।

সকাল সাড়ে দশটায় বিবেকানন্দ সভাগৃহে বিদ্যামন্দিরের বর্তমান ছাত্রদের গাওয়া উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে সকালের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কয়েকজন প্রাক্তনী সঙ্গীত, আবৃত্তি, মাউথ অরগ্যান ও হরবোলার ডাক পরিবেশন করেন। বর্তমান ছাত্র অগ্নি বসুর সেতার বাদনের মধ্য দিয়ে প্রাক্-মধ্যাহ্নভোজন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। সভাগৃহে দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা কিছুটা কম হলেও অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন কার্যনির্বাহী সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ।

ততক্ষণে প্রাক্তনী, তাঁদের পরিবারবর্গ, আমন্ত্রিত সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী মহারাজ ও অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে এবং স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মব্যস্ততায় বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণ উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক ও সন্ন্যাসীদের প্রণাম, সহপাঠীদের সোচ্চার আলিঙ্গন, যত্রতত্র আলাপচারিতা, সময়সূচি বজায় রাখার জন্য ঘোষকের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ —যেন উৎসবের টুকরো টুকরো কোলাজ। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ সকলেরই রন্ধনশালা অভিমুখে যাত্রা—উদ্দেশ্য বহু প্রতীক্ষিত মধ্যাহ্নভোজন। পুনর্মিলন উৎসবে এবারই প্রথম ডাইনিং হলে প্রাক্তনীদের সৌজন্যে প্রাপ্ত বেঞ্চে বসে খাওয়া-দাওয়া হল। রজতজয়ন্তীর মধ্যাহ্নভোজনের খাদ্যতালিকা অন্যান্যবারের তুলনায় এবারে একটু যেন বেশিমাত্রায় আকর্ষণীয় ছিল। অতঃপর পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে প্রাক্তনীরা তাঁদের পরিবারবর্গের সাথে ঘুরে বেড়াতে থাকেন ছাত্রাবস্থায় কয়েকটি বছর কাটানো ছাত্রাবাসগুলির এদিক-ওদিক।

দুপুর ২ টা ৩০ মিনিট নাগাদ সভাগৃহে বর্তমান ছাত্রবৃন্দের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পুনর্মিলন সভার শুভ সূচনা হয়। বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজী এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক স্বামী বিমুক্তানন্দজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিদ্যামন্দিরের প্রথম বর্ষের প্রাক্তনীরা। এরপর স্বাগত ভাষণ দেন যথাক্রমে বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী মহারাজ, প্রাক্তনী সংসদের কর্মসচিব শ্রী মনোজ কুমার ভট্টাচার্য এবং বিদ্যামন্দিরের বিদ্যার্থী সংসদের সম্পাদক শ্রী অর্ণব মুখোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ মহারাজ তাঁর ভাষণে পুনর্মিলন উৎসবের তাৎপর্য এবং মাতৃসম বিদ্যামন্দিরের প্রতি প্রাক্তনীদের ভূমিকা তুলে ধরেন। প্রাক্তনী সংসদের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির সার্থক রূপায়ণের জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সংসদ সচিব শ্রী মনোজ কুমার ভট্টাচার্য। দুই পুনর্মিলন উৎসবের মধ্যবর্তীকালে প্রয়াত প্রাক্তনী ও বিদ্যামন্দির পরিবারের প্রয়াত সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনসূচক নীরবতা পালন করা হয়। এরপর দশক অনুযায়ী প্রাক্তনীদের পরিচিতি পর্ব সম্পন্ন হয়। বিদ্যামন্দির তথা সারদাপীঠের সম্পাদক ও প্রাক্তনী পূজনীয় স্বামী দিব্যানন্দজীর সংক্ষিপ্ত অথচ কার্যকরী বক্তব্য উপস্থিত সকলকে অনুপ্রেরণা জোগায়। সংসদের রজতজয়ন্তী বর্ষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ২০০০ সাল পর্যন্ত বিদ্যামন্দিরের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রাক্তনীসংসদ কর্তৃক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। যাঁদের হাত ধরে উচ্চশিক্ষার সোপান পেরিয়ে বহু ছাত্র আজ স্ব স্ব জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁদের জন্য প্রাক্তনী সংসদের শ্রদ্ধা-উপহার ছিল অঙ্গবস্ত্র শাল এবং একটি সুদৃশ্য বাঁধানো মানপত্র। এরপর ১৯৬১-৬৫ সালের মধ্যে বিদ্যামন্দিরে ভর্তি হওয়া প্রাক্তনীদের সংসদের পক্ষ থেকে সম্মানিত

পুনর্মিলন উৎসবে বর্তমান ছাত্র ও প্রাক্তনীদের মধ্যে ভলিবল প্রতিযোগিতা

করা হয় ব্রঃ অক্ষয়চৈতন্য মহারাজের 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' জীবনীগ্রন্থটি উপহার দিয়ে। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রাক্তনী ও পুনর্মিলন উপসমিতির যুগ্ম-আহবায়ক অধ্যাপক গৌতম মুখোপাধ্যায়। এরপর স্মৃতিচারণ পর্বে তাঁদের স্মৃতির মণিকোঠায় তুলে রাখা উজ্জ্বল দিনগুলিকে স্মরণ করেন কয়েকজন প্রাক্তনী। অতঃপর ভাষণ দেন সংসদ সভাপতি শ্রী বিশ্বনাথ দাস ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুনর্মিলন উপসমিতির আহবায়ক শ্রী সুশান্ত দে। সমবেত কণ্ঠে 'পুরানো সেই দিনের কথা' সহযোগে এই পর্বের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষের দক্ষ ও মনোগ্রাহী সঞ্চালনা অনুষ্ঠানটিতে বাড়তি মাত্রা যোগ করে। এবারের পুনর্মিলন উৎসবে ৬৫৬ জন প্রাক্তনী, ২৩৫ জন তাঁদের পরিবারের সদস্য এবং ৭৪ জন আমন্ত্রিত অতিথি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে অপরূপ আলোকসজ্জায় সেজে উঠেছে বিদ্যামন্দিরের পাঠসৌধগুলি। বৈকালিক জলযোগের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুতি চলতে থাকে সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। এই পর্বে সঞ্চালক ছিলেন অধ্যাপক গৌতম মুখোপাধ্যায়। পরিপূর্ণ সভাগৃহে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীদ্বয় 'অমর-সব্যসাচী'র প্রায় এক ঘন্টাব্যাপী 'Hand Shadowgraphy' অনুষ্ঠান সকলকে প্রভূত আনন্দ দেয়। পরবর্তী পুনর্মিলনের অপেক্ষায় থেকে এভাবেই সমাপ্ত হয় সংসদের রজতজয়ন্তী স্মারক পুনর্মিলন উৎসব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এদিনই পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধে এটি সমৃদ্ধ। এই

পুনর্মিলন উৎসবে Hand Shadowgraphy-তে 'অমর-সব্যসাচী'

স্মরণিকার জন্য অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিয়েছেন অনেক প্রাক্তনী। তাঁদের এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ভবিষ্যতে পুনর্মিলন উৎসবকে আরও কিভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সে বিষয়ে আপনাদের কোন পরামর্শ থাকলে অনুগ্রহ করে আমাদের চিঠি লিখে অথবা সংসদের E-mail-এ জানিয়ে দেবেন।

—সুশান্ত দে, আহবায়ক, পুনর্মিলন উপসমিতি

News from Vidyamandira

(From 1 December 2011 to 31 May 2012)

International Seminar : Vidyamandira organised an International Seminar on 19, 20 and 21 January 2012 in collaboration with the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Golpark to commemorate the 175th birth anniversary of Sri Ramakrishna. The seminar, titled 'Sri Ramakrishna's Ideas and Our Times' was financed by the UGC and some private sponsors. The keynote address of the seminar was delivered by Swami Prabhanandaji, General Secretary of the Ramakrishna Mission. Besides the speakers of international repute—Swami Tyagananda, J.N. Mohanty, Syed Anwar Hossain, Jeffry D. Long and Jayanta Sircar—a galaxy of renowned speakers addressed the seminar. Swami Bhajanananandaji, one of the Asst. Secretaries of Ramakrishna Mission, delivered the valedictory speech.

বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক (২০১২) পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

National Seminars : The following UGC-sponsored National Seminars were held during the period under review:

Department	Date	Topic
English	13-14 Feb'12	At the crossroads : The short story in Indian literature
History	24-25 Feb'12	Religion and Culture in India across the ages : Historical Reflections
Economics	2-3 March'12	Indian Economy : The last two Decades.

Half-Day Seminars : Three half-day seminars were organised by the departments of Philosophy (25.02.12), Bengali (13.03.12) and Sanskrit (15.03.12) in which renowned university-teachers enriched the participants with their valuable discussions.

Other Seminars & Lectures : The Ambica Sarkar and Jadunath Majumdar Memorial Lecture was delivered by Prof. Sudipta Kaviraj of Columbia University, New York, on 23-12-11. The topic for his lecture was 'Sri Ramakrishna Kathamrita as a text'. Environmental activist Sri Subhas Datta and veteran Cricketer Sri Sambaran Banerjee spoke at the weekly seminars on 7-1-12 and 17-3-12 respectively.

A whole-day Seminar on the life and message of Swami Vivekananda was held on 12 May, 2012. This was attended by present and past staff members of the college, teachers from other colleges and devotees.

Retirement news : During the period under review, a number of staff members of the college retired from service.

Dr. Rabindra Nath Dhara (RD), Head of the Department of Chemistry, retired w.e.f. 1-3-2012 after serving the college for 35 years. In addition to his departmental responsibility, RD was also the bursar of the college for a number of years.

Sri Anup kr. Roy, Graduate Laboratory Instructor in the Dept. of Physics retired w.e.f. 1-2-12. Sri Ratan Chandra Bera, Class IV staff of the college, retired w.e.f. 1-2-12 after serving the college for 36 years. Sri Swapan Kumar Roy, skilled Laboratory attendant in the Dept. of Physics retired w.e.f. 1-3-2012. Sri Sushil Chandra Kole retired as Laboratory Attendant in the Dept. of Microbiology w.e.f. 1-5-12.

NCC & NSS activities : NCC cadets participated actively in the Armed Forces Flag Day collection on 15-02-12 and raised money for the welfare of widows and orphans of military jawans. The cadets attended a 10 day NCC camp conducted at Kanchrapara.

The NSS volunteers participated in Communal Harmony Fund Raising programme on 15-2-12. A special health-awareness camp was organised by the (NSS) unit of the college on 20-3-12.

Sports news : Prize distribution on selected items of sports was held on 4 Dec. 2011 after the Tejasananda Memorial Cricket match at the Vidyamandira ground. The Chief Guest on this occasion was Sri Ratan Chakraborty, sports journalist, Anandabazar Patrika. The Annual Sports Meet was organised on 18-2-12. Sri Shyamal Banerjee, ex-Footballer was the Chief Guest of the function.

The District Football Championship and Athletics Meet among the colleges of Howrah District was organised successfully by our college at the Vidyamandira ground this year.

Sri Madan Mitra, Hon'ble Transport and Sports Minister came to the ground on this occasion and gave away some prizes.

Performance of Vidyamandira students at different M.Sc. Entrance Exams, 2012 :

Competitive ability and excellence of the students have been properly reflected in the results of admission tests to the following institutes :Indian Institutes of Technology (IITS) : (Rank within 10) Math : 1, Physics : 3, Chemistry : 4.

No. of Selected Physics Hons. Students (other than IIT entrance) :

Ecole Polytechnique, France—2; TIFR : 3; JEST : 5

No. of Selected Math. Hons. Students (other than IIT entrance) :

TIFR Bangalore : 5

Other News :

☛On the occasion of 175th birth anniversary of Sri Ramakrishna students, monks, staff members and ex-students of the college participated enthusiastically in a colourful procession from Dakshineswar to Belur Math on 22-2-12.

☛The new Kitchen Complex of the hostel built with the help of U.G.C. funds was inaugurated on 1 May 2012 by Swami Divyananda, Secretary, Ramakrishna Mission Saradapitha.

☛Swami Abhishtananda (Prabir Maharaj) after his short stay as superintendent in the Vidyamandira left for his new assignment at Ramakrishna Math, Gaurhati near Arambagh.

☛Students of our college, participated in the Youth Parliament Competition organized by the Dept. of Parliamentary Affairs, Govt. of West Bengal. Vidyamandira, was chosen the champion college at the district level (Howrah District). At the state level, Vidyamandira boys bagged two prizes—(a) Best Leader of the Opposition and (b) Best Parliamentarian.

☛The Annual Prize Distribution ceremony was held on 24 March, 2012. Prof. Ajoy Roy, Vice-Chancaller of BESU was the President and Dr. Anis Chattopadhyay, DPI, Govt. of West Bengal, was the Chief Guest at the Prize Distribution function.

—Prof. Tapan Kr Ghosh

Following is the list of donations received from different batches of Alumni towards various funds of the Association during the financial year 2011-12 and from 1.4.12 to 16.6.12.

Name of the batch	Amount (Rs.)	Name of the Fund/Purpose
1968-71 (44 alumni) (during F.Y. 2011-12)	3,97,001	Graduates of '71 Scholarship
1968-71 (30 alumni) (during April-June '12)	3,56,000	Do
2005-2008 (18 alumni) (during F.Y. 2011-12)	1,43,459	2008 Graduates' Scholarship
2005-2008 (10 alumni) (during F.Y. 2012-13)	50,702	Do
1976-1979 (13 alumni) (during F.Y. 2011-12)	96,021	1976-79 Batch Scholarship
1976-1979 (1 alumnus) (during F.Y. 2012-13)	6,000	Do
1989-91 (20 alumni) (during F.Y. 2011-12)	1,42,000	89-91 HS Batch Scholarship
1989-91 (1 alumnus) (during F.Y. 2012-13)	10,000	Do
15 alumni and individuals (Mostly of 1957-59 batch)	1,54,500	Kitchen and Dining Hall Renovation
2 alumni	1,10,000	Swami Adiswarananda & Swami Gokulananda Memorial Fund
9 alumni of different batches and G.M. Communication	27,370	Reunion
11 alumni of different batches	7,218	General
1 alumnus	50	Do
4 alumni of different batches	21,201	Health care project
15 donors	2,35,501	Scholarship
5 Donors	1,06,500	Praktani Varta
2 Donors	250	Swami Tejasananda Memorial Fund
1 donor	2,000	Vivekananda Sammelan

We regret that because of lack of space, names of all donors in the above list are not being published.

The following persons have instituted Endowment Funds at the Alumni Association with corpus amount noted against each :

1. Sri Amiya Basu - 3,00,000
2. Sri Dipak Ghosh - 50,000
3. Sri Paresh Nath Dutta - 49,000
4. Sri Subhas Ch. Paul - 1,00,000
5. Dr. Dhiman Ganguly - 12,500

The donation of Rs.12,500.00 of Dr. Dhiman Ganguly is towards augmentation of Hemchandra Gangopadhyay Memorial Scholarship Endowment of Rs.37,500 instituted by him earlier.

Scholarships Awarded by Alumni Association in 2011-2012

Scholarships to present students of Vidyamandira

Swami Vimuktananda-Swami Dhyanatmananda Memorial Scholarship General Scholarship Fund

Rose Hossain	1st yr	History	10,000
Sumanta Bera	1st yr	Industrial Chem.	7,400
Kaushik Ghosh	1st yr	Mathematics	12,000
Shibsankar Das	2nd yr	Bengali	5,400
Biswanath Adak	2nd yr	Sanskrit	4,400
Debarghya Dutta	2nd yr	Political Sc.	4,800
			44,000

Asha-Jyoti Memorial Scholarship
Donor : Dr. Debi Prosad Chowdhury

Manish Kayal	1st Yr	Industrial Chem.	1,000

Graduates of 1971 Scholarship Fund
Donors : Ex-students of Vidyamandira who passed out in 1971

Tarun Kumar Gayen	1st yr M.Sc.	Applied Chem.	15,000
Ramakrishna Mondal	1st yr M.A.	Bengali	15,000
Pijush Kanti Pal	2nd yr M.A.	Sanskrit	9,000
Srimanta Chatterjee	2nd yr M.A.	Sanskrit	9,000
Surajit Santra	1st yr B.A.	Sanskrit	15,000
Avishek Banerjee	1st yr B.A.	Bengali	5,000
Basudev Pattanayak	1st yr B.Sc.	Mathematics	15,000
Debasis Bhunia	2nd yr B.A.	History	14,000
Bhaskar Palit	2nd yr B.Sc.	Mathematics	15,000
Narayan Samanta	3rd yr B.A.	Political Science	14,000
Sumit Samanta	3rd yr B.Sc.	Industrial Chem.	14,000
			1,40,000

General Scholarship (Non Endowment)
Donor : Phulia Devi Dhandhania Charitable Trust / Sri Radheshyam Dhandhania

Subhasish Maity	1st yr M.Sc.	Applied Chem.	20,000
Bidyut Kanti Mondal	2nd yr B.Sc.	Industrial Chem.	20,000
			40,000

Scholarships to just passed out students of Vidyamandira

Hemchandra Gangopadhyay Memorial Scholarship: Donor—Dr. Dhiman Ganguly

Gouranga Bera	Rabindra Bharati University	Philosophy	3,500

Chandranath De Memorial Scholarship : Donor—Smt. Shrabani Dey & Smt. Debadatta Dey

Debabrata Maity	Calcutta University	Chemistry	4,000
Rahul Mondal	Calcutta University	Political Sc.	3,500

Ashutosh Das Memorial Scholarship : Donor—Sri Bratin Das

Tanmoy Khanra	Rabindra Bharati University	Political Sc.	2,000

—Suvojit Dutta

বিবেকানন্দ সম্মেলন ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা

২০১১-২০১২ বর্ষের বিবেকানন্দ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। সম্মেলনের কাজের সুবিধার জন্যে জেলাটিকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করে নেওয়া হয়—ক) চন্দ্রকোণা রোড, খ) দাসপুর, গ) ঝাড়গ্রাম, ঘ) দাঁতন, ঙ) মেদিনীপুর। প্রতিটি অঞ্চল উৎসাহের সঙ্গে আঞ্চলিক সম্মেলনগুলির আয়োজন করেছিল। চন্দকোণা রোড এবং দাসপুরে ১৮ ডিসেম্বর এই আঞ্চলিক অনুষ্ঠান হয়। ঝাড়গ্রামে এই অনুষ্ঠান হয় ১৫ ডিসেম্বর এবং দাঁতন ও মেদিনীপুরে ১৬ ডিসেম্বর। প্রতিটি অঞ্চলের অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীকেই শংসাপত্র দেওয়া হয়। পূর্বের নির্দেশ মত প্রতিটি অঞ্চল থেকে প্রতিটি বিষয়ের সেরা তিনজন প্রতিযোগী এবং কুইজের ক্ষেত্রে প্রথম দুটি দল জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আসে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মেদিনীপুরে ৮ জানুয়ারি ২০১২-তে। বিদ্যাভবনের সভাগৃহ সহ বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষে এবং তাদের খেলার মাঠে জেলাস্তরের যাবতীয় প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। পরে ২২ জানুয়ারি তারিখে ঐ একই সভাগৃহে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিন একটি অর্ধ-দিবসীয় যুব সম্মেলন এবং সংক্ষিপ্ত অর্ধদিবসীয় শিক্ষক সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক স্তরের অনুষ্ঠানগুলিতে বেশ কয়েকটি জায়গায় এবার অত্যন্ত সাড়া পাওয়া গিয়েছে। সেখান থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৭২ টি বিদ্যালয়ের মোট ১৭৭৬ জন ছাত্রছাত্রী এবারের সম্মেলনে অংশ নিয়েছে। প্রতিটি আঞ্চলিক সম্মেলনে প্রাক্তনী সংসদের একজন করে সদস্য বিদ্যামন্দিরের একজন করে মহারাজের সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন। জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতার দিনেও প্রাক্তনী সংসদের সদস্যেরা বিচারক ও অন্যান্য কাজের দায়িত্ব পালন করেছেন বিদ্যামন্দিরের মহারাজ, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে উপস্থিত থেকে। পুরস্কার বিতরণের দিনেও সংসদের সদস্যেরা উপস্থিত ছিলেন। সংসদের পক্ষ থেকে ২২,৫০০ টাকা এবারের বিবেকানন্দ সম্মেলন উপলক্ষে বিদ্যামন্দিরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আগামী বছর দার্জিলিং জেলায় এই সম্মেলন আয়োজন করার ব্যাপারে আলোচনা চলছে।

—স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, উপাধ্যক্ষ

এবারের বিবেকানন্দ সম্মেলনে জেলাস্তরের কুইজ প্রতিযোগিতা

তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করুন

গত পুনর্মিলন উৎসবের দিন (৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১২) সংসদের মেম্বার্স ডিরেক্টরি (দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়েছে নব কলেবরে। অনেকেই এটি সংগ্রহ করেছেন। মাত্র ১০০.০০ (একশত) টাকার বিনিময়ে আপনিও সংগ্রহ করুন, যদি ইতিমধ্যে সংগ্রহ করে না থাকেন। এতে সতীর্থদের অনেক updated তথ্য পাবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই সংস্করণে ৯৯ পৃষ্ঠায় **Membership No L-0623-এর পর L-1001** দেওয়া হয়েছে। এটি ভুলক্রমে হয়নি। আসলে **L-0624 থেকে L-1000** পর্যন্ত কোন **Membership No** কাউকেই **allot** করা হয়নি।

—কর্মসচিব

প্রাক্তনীবার্তা উপসমিতি ও সম্পাদকমন্ডলী

আহ্বায়ক ও প্রধান সম্পাদক ঃ অধ্যাপক নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু

সদস্যবৃন্দ ঃ ডঃ বিশ্বনাথ দাস, অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ, শ্রী মনোজ কুমার ভট্টাচার্য, শ্রী সুশান্ত দে, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

প্রাক্তনীবার্তা প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তা ঃ প্রয়াত নচিকেতা ভরদ্বাজ, স্বামী স্বাহানন্দজী, ডঃ সুব্রত গাঙ্গুলি, শ্রী বীরবিক্রম রায়, শ্রী সঞ্জয় পোদ্দার, শ্রী রাজমোহন চট্টরাজ, শ্রীমতী শ্রাবণী দে ও শ্রীমতী শিখা চাকলানবীশ।

PRINTED MATTER

BOOK POST

If undelivered, please return to :

Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association, P.O. : Belur Math, Howrah, West Bengal-711202

E-mail : alumnividyamandira@gmail.com • Website : www.alumnividyamandira.in

Published by Manoj Kumar Bhattacharyya, Secretary, Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association

Printed at Soumen Traders Syndicate, Bally, Howrah, Ph. : 2654-3536